দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...৫...

স্বামী-স্ত্রীর তিনটি স্কুল

বাউফলে প্রাইমারী স্কুলে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ

■ বাউফল সংবাদদাতা

পটুয়াখালীর বাউফলে তিনটি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রেজিস্টার্ড প্রাইমারী বিদ্যালয় তিনটি হচ্ছে পশ্চিম কায়না রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ কায়না রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-ও পশ্চিম বামনিকাঠী প্রস্তাবিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথমটির প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান তালুকদার, দ্বিতীয়টির সভাপতি আবদুল মান্নানের স্ত্রী জাকিয়া বেগম, তৃতীয়টির সভাপতি জাকিয়া বেগমের স্বামী আবদুল মান্নান তালুকদার। এলাকায় ওই স্কুল তিনটিকে বলা হয় স্বামী-স্ত্রীর স্কুল।

অভিযোগে জানা যায়, স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাদের ম্যানেজ করে ওই তিন স্কুলে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে প্রতি বছর উপবৃত্তির দুই লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়। স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংকে ওই তিন স্কুলের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ সিট থেকে জানা যায়, পশ্চিম কায়না রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তির খাতায় ১১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে, ৭৩ জনের উপবৃত্তির টাকা তোলে। কিন্তু বাস্তবে ছাত্র-ছাত্রী আছে ৪২ জন। দক্ষিণ কায়না রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি খাতায় ১৪২ জন। উপবৃত্তির টাকা তোলা হয় ৯৮ জনের। কিন্তু বাস্তবে ওই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী আছে ৪০ জন। পশ্চিম বামনিকাঠী প্রস্তাবিত (এখনও অনুমোদন পায়নি) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি খাতায় ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হয়েছে ১৫৮ জন। উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করে ৮৫ জনের। বাস্তবে ওই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী আছে ১০ জন। ওই তিনটি স্কুলে মোট ১৬৪ জন ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর অনুকূলে উপবৃত্তির প্রথম কিস্তির (৩ মাসে এক কিস্তি, বছরে ৪ কিস্তি) ৪৯,২০০ টাকা উত্তোলন করা হয়। বছরে ১,৯৬,৮০০ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বাউফল উপজেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি নতুন এসেছি এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে অভিযোগগুলো তদন্ত করে আইন গত ব্যবস্থা নেয়া হবে।